মুখতাসার যাদুল মা‘আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

নাবী (সাঃ) এর যুদ্ধসমূহের বর্ণনা

হিজরতের সপ্তম মাস রমযান মাসে নাবী (ﷺ) সর্বপ্রথম ইসলামী সেনাদল প্রেরণ করেন। হামজাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে এই অভিযানের আমীর নিযুক্ত করেন। এই বাহিনীতে কেবল ত্রিশজন মুহাজির শরীক ছিলেন। কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য এই বাহিনীকে পাঠানো হয়। কাফেলাটি শাম তথা সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিল। এই কাফেলার লোক সংখ্যা ছিল তিনশ জন। আবু জাহেলও তাদের সাথে ছিল।

উভয় বাহিনী সামনা সামনি হওয়ার সময় মাজদি বিন আমর আল জুহানী গোত্র অন্তরায় হয়ে গেল। এই গোত্রটি ছিল কুরাইশ এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বন্ধু।

এর পরের মাসে তথা শাওয়াল মাসে উবাইদাহ্ বিন হারেছের নেতৃত্বে ৬০ জন মুহাজিরের একটি বাহিনী রাবেগ উপত্যকার দিকে প্রেরণ করেন। তারা মক্কার আবু সুফিয়ানের সাথে মুকাবেলায় লিপ্ত হলেন। তার সাথে ছিল দুইশ জনের একটি দল। উভয় দলের মধ্যে তীর বিনিময় হয়। কিন্তু তলোয়ার নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়নি। সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেন। এই অভিযানকে ইবনে ইসহাক হামজাহ (রাঃ) এর অভিযানের পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

এর পরের মাসে ২০ জন মুজাহিদের একটি দলসহ সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কে খার্রার নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য এই বাহিনী প্রেরিত হয়। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন কুরাইশরা একদিন আগেই সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। অতঃপর নাবী (ﷺ) নিজের নেতৃত্বে আবওয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। স্বশরীরে তিনি সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধেও কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধরার জন্য শুধু মুহাজিরদেরকে নিয়ে এই অভিযানে বের হন। কিন্তু শত্রুদের সাক্ষাত মেলেনি।

অতঃপর তিনি দুইশ সাহাবীসহ রবীউল আওয়াল মাসে কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য আবওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হন। আবওয়াত পর্যন্ত পৌঁছে শত্রুদের সাক্ষাত না পেয়ে মদ্বীনায় ফেরত আসেন।

অতঃপর হিজরতের ১৩তম মাসে কুরয্ বিন জাবের আলফেহরীর অনুসন্ধানে বের হন। কেননা সে মদ্বীনার গবাদি পশুর উপর আক্রমণ করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে পলায়ন করছিল। বদরের সাফওয়ান নামক উপত্যকার পাশে পৌঁছলেন। কিন্তু কুরয্-এর সন্ধান না পেয়ে তিনি ফেরত আসলেন।

অতঃপর হিজরতের ১৬তম মাসে ১৫০ জন মুহাজির সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের সিরিয়াগামী একটি বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য বের হলেন। যুল উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, কাফেলাটি মক্কার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। ফেরার পথে এই কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্যই তিনি বের হয়েছিলেন। এই বের হওয়াই ছিল বদরের যুদ্ধের একমাত্র কারণ।

এরপর নাবী (ﷺ) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের নের্তৃত্বে ১২ জন মুহাজিরের একটি দলকে নাখলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। একেক উটের উপর তাদের দুইজন করে আরোহন করেছিলেন। কুরাইশদের একটি কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য তারা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলেন। এ সময় সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস এবং ইতবা বিন গাযওয়ান তাদের উট হারিয়ে ফেললেন। উটের সন্ধান করতে গিয়ে তারা পিছনে পড়ে গেলেন। তারা যখন নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলেন তখন কুরাইশদের একটি কাফেলা তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তাতে ছিল আমর বিন হাযরামী, উছমান, হাকাম বিন কায়সান এবং নাওফাল। তারা বললেন- আজ রজব মাসের শেষ তারিখ। এখন যদি তাদের উপর আক্রমণ করি তাহলে হারাম মাসের সম্মান নষ্ট হবে। আর যদি তাদেরকে ছেড়ে দেই, তাহলে তারা আজ রাতেই হারামের সীমানায় প্রবেশ করবে। পরিশেষে তারা আক্রমণ করার উপর একমত হলেন। মুসলমানদের একজন আমর বিন হাযরামীকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেললেন। আর উছমান এবং হাকাম (রাঃ) কে পাকড়াও করে নিয়ে আসলেন। নাওফাল পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। মুসলমানগণ গণীমতের মাল বণ্টন করে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আলাদা করে নিয়ে আসলেন। এটিই ছিল ইসলামে প্রথম গণীমত, প্রথম হত্যা কান্ড এবং প্রথম কয়েদী।

নাবী (ﷺ) মুসলমানদের এই কাজকে অপছন্দ করলেন। হারাম মাসে এই যুদ্ধ হয়েছে বলে কুরাইশরাও এই ঘটনাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করল। তারা ভাবল, এবার মুসলমানদের দোষ ধরার সুযোগ পাওয়া গেছে। মুসলমানদের নিকটও বিষয়টি খারাপ অনুভব হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘‘সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্ত্ততঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো আগুনের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে’’।[1] আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলছেন, হারাম মাসে যুদ্ধ করা যদিও গুরুতর অপরাধ, কিন্তু তোমরা যেই কুফরীতে লিপ্ত আছ এবং যেইভাবে তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা ও আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখছ, মক্কার মুসলমান অধিবাসীদেরকে তাদের বসতবাড়ি থেকে বহিস্কার করছ, যেই শির্কে তোমরা লিপ্ত রয়েছ এবং তোমরা যেই ফিতনায় নিপতিত আছ, তা আল্লাহর কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও ভয়াবহ। অধিকাংশ আলেম ফিতনার অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তা হচ্ছে শিরক। এর স্বরূপ হচ্ছে, এটি সেই শিরক যাতে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেরকেও সেদিকে আহবান জানায়। আর যারা তাতে লিপ্ত হতে অস্বীকার করে তাদেরকে শাস্তি দেয়। এতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, ذوقوا فتنتكم তোমরা তোমাদের ফিতনার (শির্কের) শাস্তি ভোগ কর।[2] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন- এখানে ফিতনা দ্বারা কাফেরদের মিথ্যাচারিতা উদ্দেশ্য। এর সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে, তোমরা ফিতনার তথা শির্কের পরিণাম ফল

ভোগ কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন-

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

‘‘অতএব শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে’’।[3] আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের বাণীও উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

‘‘যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা’’।[4] এখানে ফিতনা অর্থ হচ্ছে মুমিনদেরকে আগুন দিয়ে পুড়ানো। কিন্তু ফিতনা শব্দটি আরও ব্যাপক।

আসল কথা হচ্ছে, তারা দ্বীন থেকে বিরত রাখার জন্য তথা শিরক করতে বাধ্য করার জন্য মুমিনদেরকে শাস্তি দিত। আর যেই ফিতনার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

‘‘আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলেছি- যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন’’?[5] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

‘‘এসবই তোমার ফিতনা (পরীক্ষা); তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী’’।[6] উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে ফিতনা অর্থ হচ্ছে, বিপদাপদে ফেলে এবং নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। সুতরাং এটি এক প্রকার ফিতনা, মুশরিকদের ফিতনা অন্য রকম এবং মুমিনদের সন্তান-সন্ততির ফিতনা, মালের ফিতনা ও প্রতিবেশীর ফিতনা অন্য রকম।

ঐ দিকে আবার মুসলমানদের পারস্পরিক ফিতনা অন্য রকম। যেমন উষ্ট্রের যুদ্ধের ফিতনা, সিফ্ফীনের যুদ্ধের ফিতনা। রসূল (ﷺ) এ সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উভয় দল হতে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

ফিতনা কখনও সাধারণ পাপ কাজের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

‘‘তারা তো ফিতনা তথা পাপ কাজেই লিপ্ত রয়েছে’’। (সূরা তাওবা-৯:৪৯) অর্থাৎ তারা নিফাকীতে লিপ্ত রয়েছে রোমকদের সুন্দরী মহিলার ফিতনা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা নিফাকীতে লিপ্ত হয়েছে।

শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শত্রু ও বন্ধুদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন। তার প্রিয় বান্দাদেরকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা যদি তাওহীদপন্থী হয়ে থাকে, আনুগত্য করে এবং হিজরত করে তাহলে তিনি তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন।

ফুটনোট

[1]. সূরা বাকারা-২:২১৭

[2]. সূরা যারিয়াত-৫১:১৪

[3]. সূরা আরাফ-৭:৩৯

[4]. সূরা বুরুজ-৮৫:১০

[5]. সূরা আনআম-৬:৫৩

[6]. সূরা আরাফ-৭:১৫৫

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3929

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন